

সর্বস্তরের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী মহলের প্রতি আহ্বান

কথিত একমুখী শিক্ষার নামে প্রতারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

[২৭.১০.০৬: প্রেস ক্লব]

প্রিয় বন্ধুগণ,

এদেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে দেশে একটি সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেকুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিক্ষা নিয়ে যত আন্দোলন হয়েছে সবকটিরই অন্যতম দাবি ছিল সর্বজনীন, সেকুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক, একমুখী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হয়েছে, "রাষ্ট্র ... একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ... কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" কিন্তু বর্তমান সরকার এর বিপরীতে শিক্ষা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা আমাদের সন্তানদের ওপর চাপানোর আয়োজনে লিপ্ত হয়েছে। এদেশে বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতিতে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে রয়েছে প্রধানত তিনটি স্রোত: সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা। এর বাইরেও আরও বহুধারা বিদ্যমান। আমরা একমুখী শিক্ষা বলতে বুঝি এই সবকটা ধারাকে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত একধারাতে নিয়ে আসা। এই এক ধারার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং এসব বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ আয়োজন এমনভাবে করা দরকার, যাতে সকল শিক্ষার্থী সমমানের শিক্ষা পায় অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় যাবার আগে তাদের জ্ঞানের ভিত্তিটা যাতে সমমানের হয় এবং সবার মাঝে যাতে জগত ও জীবন সম্পর্কে একটা সমন্বিত ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে জাতির সাথে প্রতারণা করছে। সরকার উল্লিখিত তিনধারা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান নানাবিধ (আর্থিক, সামাজিক, লিঙ্গ ইত্যাদি) বৈষম্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত মাধ্যমিক পর্যায়ে একটা সমন্বিত শিক্ষাক্রম চালু করাকেই একমুখী শিক্ষা বলে প্রচার করছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার মধ্যে বিদ্যমান 'বিশাল বৈষম্য' কমিয়ে আনতে হবে। এজন্যই কি সাধারণ শিক্ষাকে মাদ্রাসার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ৮০-এর দশক পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান মিলিয়ে মোট ৩০০ নম্বর পড়ত। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে তা অর্ধেক অর্থাৎ ১৫০ হয়ে যাচ্ছে। উচ্চতর গণিতকে ঐচ্ছিক তালিকায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। অথচ বর্তমানে বিজ্ঞান তো বটেই, সমাজবিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়েও উচ্চশিক্ষা নিতে হলে উচ্চতর গণিতের জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। এগুলো করা হয়েছে ধর্ম ও ব্যবসায় শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়ের তালিকায় জায়গা করে দেয়ার জন্য। সবাই জানেন ধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রতিটি ব্যক্তিই তার পরিবার থেকে পেয়ে থাকে। ব্যবসায় শিক্ষাও সবার জন্য অপরিহার্য নয়, তবে কেউ চাইলে যাতে পড়তে পারে সেজন্য ধর্ম ও ব্যবসায় শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকতে পারে। সরকার শুধু যে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে তা নয়। মুসলিমদের জন্য আরবী, হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত, বৌদ্ধদের জন্য পালি ভাষা শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে। এটা বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছাড়া আর কিছু নয়।

বন্ধুগণ,

সারাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অবকাঠামো বা আয়োজন কত দীনহীন সবাই তা জানেন। ব্যতিক্রম শুধু ক্যাডেট কলেজসমূহ এবং ঢাকা ও বড় শহরগুলোর হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শিক্ষার্থী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও